[redacted]

[redacted]

দর্শনা কেরুর আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন

কেরু এন্ড কোম্পানীর জমিতে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের আখ রোপণ মৌসুমের উদ্ধোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে কেরুর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো আবু সাইদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রোপন মৌসুমের উদ্ধোধন করেন।

চিনিকলের কৃষি বিভাগ জানায়, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন কতৃপক্ষ এ মৌসুমে ৯ হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গতকাল মঙলবার চিনি কল এলাকার ১০টি স্থানে মোট ৫২ একর জমিতে আখ রোপণের মধ্যে দিয়ে উদ্ধোধন করা হয়েছে ।

এ সময় জি এম(কৃষি) গিয়াস উদ্দীন, ডিজিএম (খামার) হুমায়ুন কবির, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মো তৈয়ব আলি সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ চিনিকলের বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত বছর চিনি করপোরেশন কেরু চিনিকল কতৃপক্ষকে ১০ হাজার একর জমিতে আখ রোপণের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে দিলেও ৮হাজার ৫শ ৩২ একর জমিতে আখ রোপণ করা হয়েছিল।

দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক পলাশ সাময়িক বরখাস্ত

চেক জালিয়াতির অপরাধে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভার হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ কে সাময়িক বরখাস্ত করেছে পৌর পরিষদ।

জানা গেছে, দর্শনা পৌর সভার চলতি বছরের বার্ষিক হিসাব করতে গিয়ে দেখা য়ায় হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলম পলাশ ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সামাদের যোগসাজসে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান এর সই জাল করে ১৭ লাখ ৫২ হাজার টাকা উত্তোলন করেছেন।

বিষটি দর্শনা পৌর দৃষ্টিগোচরে আসে। ফলে হিসাব রক্ষক এস এম রুমি আলমকে সাময়িক বরখাস্ত করে পৌর কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর একটি তদন্ত দল গঠন করেন।

এ তদন্ত দলে রয়েছেন দর্শনা পৌর সচিব মনিরুজ্জামান সিকদার সরোয়ার হোসেন ও ইউনুস আলী। ঘটনাটি দর্শনা পৌর সচিবের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্তের সার্থে আমরা এখন কিছুই বলবো না। তদন্ত শেষে জানাতে পারবো। এ বিষয় দর্শনা পৌর মেয়র বলেন, বিষয়টি তদন্ত শেষে আমরা পরে জানাতে পারবো।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে সবচেয়ে বেশি লুটপাট করছে। দেড় গজের কালো মুজিব কোট পরে সারা বাংলাদেশে একশ্রেণীর বিশাল জনগোষ্ঠী লুটপাট করতে নেমেছে।

করোনাকালীন মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত। একদিকে বন্যায় ভাসছে বাংলাদেশ অন্যদিকে করোনাই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চিকিৎসার অভাবে

মানুষ তার জীবন ও জীবিকা কে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় পরিচালনা করছে। রাষ্ট্র যখন জনগণের সামর্থ্য হারায় জনগণের ভোট যখন হরণ করে সেই রাষ্ট্রকে একটি কোষ্ঠবদ্ধতা রাষ্ট্র আর পুলিশ বাদী রাষ্ট্র যাই বলুন না কেন সেই রাষ্ট্র হল প্রকৃত অর্থেই জনগণের বিরুদ্ধে একটি পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কখনো ভারতের সমর্থনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনো অন্যদেশের সমর্থনে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। তার বিনিময়ে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে অন্য দেশকে।

এসময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লা মাস্টার বাবলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি, যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা

চুয়াডাঙ্গায় সুবিধা বঞ্চিত আনারুল’কে হুইল চেয়ার প্রদান করলেন পুলিশ সুপার

ফেসবুকের একটি পোস্ট নজরে আসার পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার থানার গড়াইটুপি গ্রামের পক্ষাঘাতগ্রস্থ আনারুল ইসলামকে একটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ সুপারে এ হুইল চেয়ার তাকে প্রদান করেন।

এসময় পুলিশ সুপার বলেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে তিনি তার সাধ্যমত জনগণকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এসময় তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

জানা গেছে, “চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক ভাষা পরিষদ” নামের একটি ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানার গড়াইটুপি গ্রামের আনারুল পঙ্গুত্ব বরণ করে অসহায় জীবনযাপন করছে। সেখানে তার জন্য একটি হুইল চেয়ারের জন্য আবেদন করা হয়। আবেদেনর বিষয়টি পুলিশ সুপারের নজরে আসলে তিনি তাকে হুইল চেয়ার দেওয়ার কথা ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য, “মুজিবর্ষের অঙ্গীকার, পুলিশ হবে জনতার” এই মূলমন্ত্র বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি দেশের যেকোন জরুরী পরিসেবা এবং সামাজিক, মানবিক ও উৎসাহমূলক কার্যক্রমে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তারই অংশ হিসেবে মানবিক পুলিশ সুপার খ্যাত মোঃ জাহিদুল ইসলাম একের পর এক গণমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছেন।

গাংনীতে মা মেয়ের অনশন অব্যাহত

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়রের ঘুষ নেয়া ১৫ লাখ টাকা ফেরতের দাবিতে অমরণ অনশন অব্যাহত রেখেছেন মৌমিতা খাতুন পলি ও তার মা।

মঙ্গলবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনার চত্বরে অনশনে বসেছেন তারা। মৌমিতা খাতুন পলি গাংনী পৌর এলকার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহাদুরের মেয়ে জনৈক মোমিনের স্ত্রী।

মৌমিতা খাতুন পলি জানান, গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী পদে নিয়োগের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাথে ১৫ লাখ টাকায় চুক্তি হয়। জামি-জমা বন্ধক রেখে, ধারদেনা সহ বিভিন্ন এনজিও মানুষের কাছে চড়া সুদে টাকা নিয়ে মেয়রকে দেওয়া হয়েছে। মেয়রের

দাবি করে। পরে সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যদি স্বাক্ষর ঠিক থাকে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলি টাকা আর পাবেনা। আর যদি স্বাক্ষর না মেলে তাহলে মৌমিতা খাতুন পলিকে ১৫ লাখ টাকা ফেরত দিতে হবে মেয়রকে। মৌমিতা খাতুন পলির স্বামীর উপস্থিতিতে আবারো বৈঠক বসবে জানিয়ে সভা শেষ করা হয়। গত ২৮ আগস্ট মৌমিতা খাতুন পলির স্বামী মোমিন থানায় আসলেও মেয়র হাজির না হওয়ার কারণে বৈঠক করা যায়নি।

তবে কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম বলেন, মেয়র চাকুরীর জন্য টাকা নিয়েছেন। যা পৌর পরিষদের অনেকেই জানেন।

মৌমিতা খাতুন পলির দাবি চাকরির দেওয়ার নামে ঘুষ নিয়ে সেই টাকা মেয়র ফেরত না দেওয়ায় প্রথম দফা অনশন, তারপর সালিশ বৈঠক হলো। এর পরেও কোন কুল কিনারা না পেয়ে থেকে আবার অনশন শুরু করলাম। আমার গর্ভে সন্তান আছে। টাকা না দেওয়ায় এখন আমার স্বামী আমাকে নিতে চাচ্ছে না। একমাত্র মৃত্যুই এর সমাধান। আমি আর উঠছি না। আমি ও আমার অনাগত সন্তান মারা গেলে আমাদের লাশ বাড়ি যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন,বিষয়টি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, অনশনের বিষটি তিনি জেনেছেন। তিনি বলেন আমরা স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও মেয়র সাহেবের সাথে বসেছিলাম। বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তবে এসব বিষয়ে আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপাই দেখছিনা। তাদের নিরপত্তার জন্য শদীন মিনার এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে শিশুর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের গাংনীতে ইসমাইল হোসেন (৯) নামের এক শিশু আত্মহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টায় উপজেলার রাইপুর গ্রামের তার নিজ

বাড়িতে আত্মহত্যা করে। ইসমাইল হোসেন রাইপুর গ্রামের রাশিদুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো: ওবাইদুর রহমান জানান,টাকা না দেওয়ায় ইসমাইল হোসেন তার মা আফরোজার উপর অভিমান করে গলায় ওড়না পেচিয়ে নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে।

ইসমাইল হোসেনের বোন বৃষ্টি জানান, ছোট ভাই ইসমাইলকে ঘরে ঝুলতে দেখে তাকে নীচে নামিয়ে গাংনী হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষনা করেন।

আলমডাঙ্গায় ফুর্তি করতে গিয়ে গ্যাঁড়াকলে চার বখাটে

একটি মেয়ে নিয়ে নির্জন মাঠের ভেতর ফুঁর্তি করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে চার যুবক। মেয়েটির সাথে চুক্তি করা হয়েছিল তাকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে তারা মেয়েটিকে দেয় ৭শ টাকা। আর শেষ পর্যন্ত এই প্রতারনার খবর পুলিশে গিয়ে গড়ায়। প্রতারক চার যুবককে জেলে যেতে হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার জামজামী গ্রামে।

পুলিশ জানায়, জামজামী গ্রামের হান্নানের ছেলে রুহুল, মোজাম্মেল মালিথার ছেলে শিপন, রবজেলের ছেলে মিরাজুল ও মতিয়ার রহমানের ছেলে সোহেল এলাকার বখাটে। তারা ফুঁর্তি করতে কালিদাসপুর গ্রামের সফিউদ্দিনের মেয়ে নাসরিনের (ছদ্মনাম) সাথে তিন হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়।

এই চুক্তিতে চার বখাটে সোমবার রাতে নাসরিনকে জামজামীর নির্জন মাঠে নিয়ে যায়। কিন্ত ফুঁর্তি শেষে চারজন নাসরিনকে টাকা দেয় ৭শ। এতে সে আপত্তি করলে মেয়েটিকে মাঠের ভেতর রেখেই তারা যার যার মত বাড়িতে চলে যায়। এবং যার যার মত সবাই তার তার বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে।

মেয়েটি এরপর পায়ে হেটে মাঠের অন্ধকার ছেড়ে জামজামী বাজারে আলোর

রাস্তায় এসে পৌছে। বাজারে তার সাথে দেখা হয় এক নৈশ প্রহরীর। গভীর রাতে বাজারের রাস্তায় মেয়েটিকে একা দেখে নৈশ প্রহরী জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর সে মেয়েটিকে জামজামী পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পুলিশ সব শুনে রাতেই বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকা রুহুল, শিপন, মিরাজুল ও সোহেলকে একে একে তুলে নিয়ে আসে। ক্যাম্প মঙ্গলবার সকালে তাদেরকে থানায় হস্তান্তর করে। চারজনের নামে মামলা দিয়ে মঙ্গলবারে তাকে জেল হাজতে পাঠাপনো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গার মাদক ব্যবসায়ী সেতু ফেন্সিডিলসহ আটক

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা বাজার থেকে মাদক ব্যবসায়ী সেতুকে ৮ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে থানা পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে বাজারের বিজয়ের কফি হাউজের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

সেতু মোড়ভাঙ্গা গ্রামের বাচ্চ মিয়ার ছেলে। সে ফেন্সিডিল নিয়ে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। সংবাদ পেয়ে থানার এসআই সফিকুল ইসলাম, এসআই জামাল উদ্দিন ও এএসআই শাহাবুদ্দিন লস্কর সেতুর জন্য আগে থেকেই ওঁত পেতে থাকে। সে এলেই তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছে ৮ বোতল ফেন্সিডিলের একটি ব্যাগ পাওয়া যায়।

পুলিশ জানায়, সেতু বাইরের এলাকা থেকে ফেন্সিডিলের চালান এনে এলাকায় বিক্রি করে আসছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে ৮ বোতল ফেন্সিডিল নিয়ে সে কারো কাছে দিতে ওই দোকানের সামনে অপেক্ষা করছিল। এ সময় তাকে আটক করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সেতুর নামে মাদক আইনে মামলা দায়ের হয়েছে।

করোনা: মেহেরপুরে নতুন আক্রান্ত ১৫ জন, মোট ৫৪১

মেহেরপুরে আজ নতুন করে ৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সদরে ৯ জন, গাংনী ৪, মুজিবনগর ২ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত হলেন ৫৪১ জন।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ৫৩ টি রিপোটের মধ্যে ১৫টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৭০৮ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ১২৫টি। (সদর ৬৩, গাংনী ৪৩, মুজিবনগর ১৯) জন। এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়ে- ১১ জন। (সদর-৫, গাংনী- ৫, মুজিবনগর -১)। সুস্থ হয়েছেন 3৩১৮ জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৩৫ জনকে।

ভিন্নভাবে পাওয়া করোনা আক্রান্তরা হলেন- গাংনীর বামন্দীর বুলবুল,মোহাম্মদপুরের ইদ্রিস আলী, থানাপাড়ার সুফিয়া খাতুন, ব্যাংকার আব্দুল হাকিম, মুজিবনগরের মানিকনগরের নুরজাহান, আসাদুজ্জামান, মেহেরপুর সদরের বাড়িবাঁকার আলমগীর হোসেন, সুমন আলী, দিঘিরপাড়ার ফজলুর রহমান, মদনার মিরাজুল, কামদেবপুরের আব্দুল্লাহ, বাড়িবাঁকার তরিকুল ইসলাম, শহরের মিয়াপাড়ার মহিদুল ইসলাম, হসপিটাল পাড়ার গিয়াসউদ্দিন,মল্লিক পড়ার মিজানুর রহমান।